দৈনিক জনকণ্ঠ

৩/৬/২০০১
তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৬

নিরক্ষরমুক্ত হচ্ছে সিরাজগঞ্জ

বাবু ইসলাম, সিরাজগঞ্জ থেকে

সরকারীভাবে সিরাজগঞ্জ জেলা এখন নিরক্ষরমুক্ত। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর আওতায় জেলার নিরক্ষর প্রায় ৬ লাখ নারী-পুরুষকে সাক্ষর করে তোলা হয়েছে। তবে এখনও সিরাজগঞ্জ জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়নি। আশা করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ মাসের (জুনের) যে কোন সময় সিরাজগঞ্জ জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করবেন। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর অধীনে সিরাজগঞ্জ জেলায় গণশিক্ষা কার্যক্রমে শতকরা ৮৯ ভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল গত বছরের ১৫ এপ্রিল। তবে কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ৯ এপ্রিল। উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ড. সা'দত হুসাইন। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর কার্যক্রম শুরুর পর থেকে জেলার গ্রামে-গঞ্জে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। জেলার প্রায় ৬ লাখ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলার জন্য প্রতিটি উপজেলায় পাড়ায় পাড়ায় উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় চালু করা হয়। বিদ্যালয় খোলা হয় ১৯ হাজার ৩শ' ৫২টি। সমসংখ্যক মহিলা-পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করে একটানা ৬ মাস কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। এই সময়ের মধ্যে গণশিক্ষা কার্যক্রমে নিরক্ষর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সভা, সমাবেশ, মহাসমাবেশ, র‍্যালি করা হয়। পল্লীর জনগোষ্ঠীকে এই কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য বাউলশিল্পীরা ভ্রাম্যমাণ গানের আসর বসান। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েও শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। এক পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা ধার্য করেও নিরক্ষর মানুষকে বিদ্যালয়মুখী করা হয়। ৬ মাস কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২১ অক্টোবর। চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার দিন মানুষের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় গণশিক্ষা বিদ্যালয়গুলোতে নতুন সাজে সাজানো হয়। কিশোর-বৃদ্ধ নারী-পুরুষ যারা গণশিক্ষার শিক্ষার্থী তারা কাগজ-কলম হাতে নিয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদিনটি সিরাজগঞ্জের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর কাছে আনন্দময় হয়ে ওঠে। গণশিক্ষা বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। এর পর ৩ মাস অব্যাহত কর্মসূচী চালানো হয়। তবে অব্যাহত কর্মসূচী কার্যক্রম মূল কার্যক্রমের মতো ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় চলেনি।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর অধীনে "প্রদীপ্ত সিরাজগঞ্জ" কার্যক্রমের চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ শেষে গণশিক্ষা বিভাগ শতকরা ৮৯ ভাগ সাফল্য অর্জনের রিপোর্ট প্রদান করেছে।

শতকরা ৮৫ ভাগ সাফল্য অর্জিত হলে ধরে নেয়া হয় নিরক্ষরমুক্ত। গণশিক্ষা বিভাগের চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সিরাজগঞ্জ জেলা নিরক্ষরমুক্ত।